ন্যায় দর্শন

Date:13.09.2022

Course : GE-1

1st Semester

Pranab Kirtunia
Assistant Professor
Department of Philosophy
Bejoy Narayan Mahavidyalaya
West Bengal

ন্যায় দর্শন

- ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়: আস্তিক, নাস্তিক
- আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় : ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত.
- নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় : চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন.

ন্যায় দর্শন

- ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে দুটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হল আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় এবং অন্যটি হল নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়। যারা বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে বেদ হল অপৌরষেয় অর্থাৎ বেদ পুরুষ কর্তৃক রচিত নয় তারা আস্তিক।

ন্যায় দর্শন

- অন্যদিকে যারা বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করে অর্থাৎ বেদকে পৌরষেয় বলে তারা নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় রূপে পরিচিত।

ন্যায় দর্শন

- আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলো হলো ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত। নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলো হল চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন ।

ন্যায় দর্শন

- ন্যায় দর্শন সম্প্রদায় হল আধ্যাত্মবাদী এবং বস্তুবাদী দর্শন সম্প্রদায়।
- এই দর্শন সম্প্রদায় আত্মা, ঈশ্বর , কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি স্বীকার করেন - এদের অবশ্যই আধ্যাত্মবাদী এবং একই সাথে এরা বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাই বস্তুবাদী দর্শন।

ন্যায় দর্শন

- ন্যায় দর্শনের প্রবক্তা হলেন মহর্ষি গৌতম, তিনি 'অক্ষপাদ' নামে পরিচিত। তাই ন্যায়দর্শনকে 'অক্ষপাদদর্শন' নামেও অভিহিত করা হয়।

ন্যায় দর্শন

- মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনের মূলগ্রন্থ 'ন্যায়সূত্র' রচনা করেন।   এর চারটি অধ্যায় আছে।   প্রতিটি অধ্যায় দুটি করে খন্ডে বিভক্ত।ন্যায় দর্শনের দুটি শাখা লক্ষ্য করা যায় : প্রাচীন ও নব্য।

ন্যায় দর্শন

- 'ন্যায়সূত্র' হল প্রাচীন ন্যায়দর্শনের মূল গ্রন্থ। এই ন্যায়সূত্রের উপর অনেকগুলো ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়। যেমন: বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্য' , বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য টীকা' , জয়ন্ত ভট্টর 'ন্যায় মঞ্জুরী' উদয়নের 'কুসুমাঞ্জলি' ইত্যাদি।

ন্যায় দর্শন

- গঙ্গেশ উপাধ্যায়–এর তত্ত্বচিন্তামণিকে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের আবির্ভাব হয়।

ন্যায় দর্শন

- ন্যায়দর্শনে প্রমাণ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয় এবং যথার্থ যুক্তি, যুক্তির স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে এই দর্শনে আলোচনা করা হয় সেইজন্য এই দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র রূপে পরিগণিত করা হয়।

ন্যায় দর্শন

- প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ আমরা করি সেই বিষয়ের পুনরায় আলোচনা করা হয়, সেই জন্য এই শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী বলে। এই শাস্ত্রকে ‘সর্বশাস্ত্রপ্রদীপ’ বলা হয়। ন্যায় দর্শন যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ করে যা সব শাস্ত্রের প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই জন্য ন্যায়শাস্ত্রকে সর্বশাস্ত্র প্রদীপ বলা হয়।

ন্যায় দর্শন

আমরা ন্যায় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। মহর্ষি গৌতম বলেছেন- 'বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিতি অনর্থান্তরম' অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান, উপলব্ধি সব একই , পৃথক নয়। এদের মধ্যে কোন অন্তর নেই। ন্যায় মতে জ্ঞান দুই প্রকারঃ স্মৃতি ও অনুভব।

ন্যায় দর্শন

'সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞানই স্মৃতি' সংস্কার বলতে 'ভাবনা' নামক সংস্কারকে বোঝানো হয়েছে। তবে 'প্রত্যাভিজ্ঞা' প্রত্যক্ষযোগ্য স্মৃতি নয়। প্রত্যাভিজ্ঞা হলো পূর্ব পরিচিত কোন বিষয়কে পুনরায় চেনা অর্থাৎ এটিকে পূর্বে দেখেছিলাম -- এই ভাবে চেনা । এই ধরনের জ্ঞান প্রত্যাভিজ্ঞা।

ন্যায় দর্শন

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে :

১) দর্শনের ন্যায় দর্শনের প্রবক্তা কে?

২) ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থ কি?

৩) ন্যায় দর্শনকে সর্বশাস্ত্রগ্রন্থ কেন বলা হয়?

৪) ন্যায় দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্র কেন বলা হয়?

৫) ন্যায় দর্শনকে 'অক্ষপাদদর্শন' কেন বলা?

ন্যায় দর্শন

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে :

৬)ন্যায় দর্শনকে আন্বীক্ষিকী কেন বলা হয় ?

৭ ন্যায় দর্শনকে 'সর্বশাস্ত্রপ্রদীপ' কেন বলা হয়?

৮)ন্যায় দর্শনকে অধ্যাত্মবাদী ও বস্তুবাদী দর্শন কেন বলা হয়?

৯)ন্যায় দর্শনকে 'যুক্তিশাস্ত্র' বা 'তর্কশাস্ত্র' কেন বলা হয়?

১০)ন্যায়সূত্রের রচয়িতা কে?

ন্যায় দর্শন

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে

১১) ন্যায়সূত্রের কয়টি অধ্যায় আছে?

১২) ন্যায়সূত্রের অধ্যায়গুলির প্রতিটি কয়টি খন্ডে বিভক্ত?

১৩) ন্যায় দর্শনের দুটি মূল শাখা কি কি?

১৪) ন্যায় সূত্রের উপর রচিত কয়েকটি ভাষ্য গ্রন্থের নাম লেখ ?

১৫) ন্যায় মতে জ্ঞান কাকে বলে ?

THANK YOU